যায়যায়দিন

তারিখ 12 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

এবার শিক্ষার্থী নির্যাতনে অধ্যক্ষ

পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

মাত্র কিছুদিন আগে গত ১৪ জুন বৃহস্পতিবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা-২০১২' প্রণয়ন করল শিক্ষামন্ত্রণালয়। এরও আগে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানো বা নির্যাতন রোধে একটি আইন পাস হয়, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীর তা জানার কথা। তারপরও সেই আইন তারা কী করে লঙ্ঘন করেন, তাতে খুবই বিস্মিত হতে হয়। বিস্মিত হতে হয় এই কারণে যে শিক্ষকরাই হচ্ছেন একটি জাতির মেরুদণ্ড, প্রবাদটি পৃথিবীর সব সমাজেই সমভাবে প্রযোজ্য। আইন পাস তো আরো বহু নেতিবাচক কিছু প্রতিরোধের জন্য হয়। চোরাচালান, নারী নির্যাতন ও যৌতুক, খুন, অপহরণ, ধর্ষণসহ আরো অনেক নেতিবাচক কিছুর জন্য আইন রয়েছে।

আইন পাস হলেই সব নেতিবাচক দিকগুলো টোটালি বন্ধ হয়ে যায়, সে রকম দৃষ্টান্ত সম্ভবত কোথাও নেই। কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তা যে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত থাকে, তা পৃথিবীর অনেক দেশেই এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যে শিক্ষা নিজেই জাতির মেরুদণ্ড বা আলো বলে স্বীকৃত, তার জন্যই কেন এমন আইন প্রণয়ন করতে হচ্ছে, যেটা কি না সে শিক্ষক কুলের জন্যই লজ্জার হয়ে ওঠে? চোরাচালানীদের মনের ভিতরে না হয় কোনো শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত হয়নি বা খুনি, ধর্ষক, অপহরণকারীদের কোনো উন্নত আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা নেই, থাকলেও সে শিক্ষার আলোয় তারা কখনোই আলোকিত হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে তা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রের কঠোর আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকরা তো ছাত্রদেরই সেই দ্বিতীয় অভিভাবক, যার হাত ধরে এই ছাত্ররা ধীরে ধীরে তৈরি হতে থাকে উন্নতর যোগ্যতায় উন্নীত হওয়ার জন্য, কালক্রমে যিনি বা যাদের দ্বারা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ হচ্ছে তিনি বা তারা হয়তো একদিন তারই ছাত্র ছিলেন। যেখানে সে গর্বে শিক্ষকটির গর্বিত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে সে শিক্ষকই যদি তার স্মৃতিতে দেখেন, একজনের ছাত্রটিকে তার সেই কাজের বিরুদ্ধেই আইন প্রণয়ন করতে হচ্ছে, যে পদ্ধতি নিতে সংক্রমিত করেছেন তিনি আরো অনেক শিক্ষককে। পরবর্তী সময়ে যার প্রভাবও পড়তে বাধ্য অন্যান্য অনেক সমাজ কাঠামোর ভিতর। যা সামাল দিতে সংসদ ও আইন বিভাগকেও একের পর এক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হয়। যে শিক্ষার আলোয় শিক্ষককেই আলোকিত থাকার কথা ছিল, তার অন্যথার জন্য তাকে কেন নতুন আইনি ঝামেলায় পড়তে হয়? ফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকদের একটি অংশ সমাজের আর ৮-১০টি অপরাধপ্রবণ শ্রেণী থেকে এখনো আলাদা হয়ে উঠতে পারেননি।

সেই চিত্রটিই মঞ্চায়িত হলো আবার। পত্রিকায় প্রকাশ, কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা কোচিং করতে রাজি না হওয়ায়, অধ্যক্ষ স্বয়ং ছাত্রদের নির্যাতন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার এই নির্যাতনে ১০ ছাত্র গুরুতর আহত হয়। তাদের কয়েকজনকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়। অভিভাবকরা এ বিষয়ে জানতে এলে অধ্যক্ষের অনুগত শিক্ষকরা একজোট হয়ে তাদের গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেন। ব্যাপারটিতে এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে গত ২১ জুন বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংসদে এক প্রশ্নোত্তরে শিক্ষার্থী নির্যাতন ও নিপীড়নের মতো অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ,জিরো টলারেন্স বলে জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন শিক্ষক নামধারী কোনো দুষ্কৃতকারীর স্থান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হবে না। সেই বিবেচনায় আমরা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও তার অনুগত শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

আমরা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও তার অনুগত শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।